Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 69 & 70
January-March, April-June 2022

# ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

# Islamic Microfinance : A Review in the Perspective of Bangladesh

Mohammad Khirul Islam*
Md. Yeakub*

## Abstract

*Microfinance is one of the means to change the financial condition of the poor, helpless and destitute people living in the society. As a financing institution, microfinance is very popular in developing and underdeveloped countries today. It is playing a very significant role in socio-economic development of many countries of Asia, Africa and Latin America. Now a days, the success of microfinance in eradicating poverty has caused a stir in the world. Its effects have spread everywhere in the society. As a result, poor and destitute people are sending their children to schools, changing their food habits, improving residential infrastructures, and availing medical treatment. Islamic microfinance is playing the most dominating role in this regard due to the its interest and gharar (uncertainty) free nature. The standard of living is being improved by utilizing the skills of the helpless and poor in the sphere of production and marketing. The activities of micro finance are especially noticeable in Bangladesh. In addition to conventional microfinance, Islamic microfinance activities have been expanding in Bangladesh for the last three decades. Quantities method has been followed in this research work. This research has shed light on the introduction of Islamic microfinance, its worldwide development, scope, expansion, modus operandi and impact in the society. This paper has also provided recommendations for the expansion of Islamic microfinance activities.*

**Keywords :** Islamic Microfinance, Microfinance Activities, Qard-al-Hasanah, Waq'f, Islamic Micro Finance (IMF) Investments.

* Mohammad Khirul Islam is a Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. email: khirulmamun@gmail.com
* Md. Yeakub is a Lecturer, Department of Islamic Studies, The People's University of Bangladesh. email: mdyeakubhossen133@gmail.com



**সারসংক্ষেপ**

*সমাজে বসবাসরত দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব-সম্বলহীন মানুষের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের অন্যতম মাধ্যম মাইক্রো ফাইন্যান্স। অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাইক্রো ফাইন্যান্স আজ উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে বেশ জনপ্রিয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দারিদ্র্য নির্মূলে মাইক্রো ফাইন্যান্সের সাফল্য বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর প্রভাব সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছে, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করছে, বসবাসের অবকাঠামো উন্নত করছে, চিকিৎসাসেবা নিচ্ছে। ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে। কারণ সেখানে সুদ ও ঘারার মুক্ত মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উৎপাদন, বিপণনসহ সকল ক্ষেত্রে অসহায়-দরিদ্রদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও মাইক্রো ফাইন্যান্সের কার্যক্রম লক্ষণীয়। বিগত তিন দশক ধরে বাংলাদেশে সাধারণ মাইক্রো ফাইন্যান্সের পাশাপাশি ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রমও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে। এ গবেষণা কর্মে Quantities Method অনুসরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স পরিচিতি, কার্যক্রম, বিশ্বব্যাপী বিকাশ, সমাজে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের পরিধি ও প্রসার এবং প্রভাব বিষয়ে জানা যাবে। এছাড়াও ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম আরো বিকশিত করার ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যাবে।*

**মূলশব্দ:** ইসলামী ক্ষুদ্রঋণ, মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম, কর্জে হাসানা, ওয়াকফ, ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স (আইএমএফ) বিনিয়োগ।

**ভূমিকা:** দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভেদ করে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ মাইক্রো ফাইন্যান্স। কেননা দরিদ্র মানুষ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজে ঋণ পেতে পারে না। মাইক্রো ফাইন্যান্স, মাইক্রো সঞ্চয়, মাইক্রো বীমা, মাইক্রো ঋণ এসবই তাদের জন্য উপযুক্ত। পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে এনে আর্থিক সহায়তা দান এবং স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে সার্বিক মনিটরিং করে মাইক্রো ফাইন্যান্স। ফলে হতদরিদ্র মানুষরা খুব তাড়াতাড়ি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়। যার বাস্তব চিত্র আমরা বিগত কয়েক দশক বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লক্ষ্য করছি। মাইক্রো ফাইন্যান্সের ফলেই আমরা এখন উন্নত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছি। বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, মাইডাস, প্রশিকা, টি.এম.এস.এসসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও এনজিও মাইক্রো ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বেশ কয়েক বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকসহ বেশ কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামীমাইক্রো ফাইন্যান্সের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ম্যাব (MAB), দারুল হিকমা ওয়াল ফালাহ বাংলাদেশ (DKWFB), AMWAB, IBBL-RDS বাংলাদেশে ইসলামী পদ্ধতিতে মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব প্রতিষ্ঠান তৃণমূল অঞ্চলে গরীব, অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েতাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

ভূমিকা পালন করছে। যেহেতু সাধারণ মাইক্রো ফাইন্যান্সের পাশাপাশি ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, তাই এর সঠিক কার্যক্রম ও রূপরেখা প্রয়োজন। যাতে কুরআন ও সুন্নাহরসঠিক অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনার আলোকে শরী'আহসম্মত ও মানবকল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। এসব বিষয়তুলে ধরা আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

**'মাইক্রো ফাইন্যান্স' পরিচিতি :** মাইক্রো ফাইন্যান্স হলো ক্ষুদ্র ফাইন্যান্স। সাধারণ অর্থে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে যে ফাইন্যান্স প্রদান করা হয় তাকে মাইক্রো ফাইন্যান্স বলে। ব্যাপক অর্থে দেশের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান ও সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথা হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান এ সকল দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে সহজ শর্তে যে ক্ষুদ্র ফাইন্যান্স প্রদান করেতাকে মাইক্রো ফাইন্যান্স বলে (Islam 2012, 9)।

জোয়ান লেজারউডের মতে, মাইক্রো ফাইন্যান্স বলতে বুঝায় স্বল্প আয়ের গ্রাহকদেরকে অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা, যা আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করে। অর্থনৈতিক সেবার মধ্যে সঞ্চয় গড়ে তোলে এবং ঋণ প্রদান করে। (Microfinance refers to the provision of financial services to the low-income clients, including the self-employed. Financial services generally include saving and credit.) (Joanna 1999, 1).

**ড. সালেহ উদ্দিন আহমদের মতে,** মাইক্রো ফাইন্যান্স হচ্ছে বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত এমন একটি কর্মসূচি, যা আত্মকর্মসংস্থান, অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মসূচি এবং ব্যবসায়িক কর্মসূচির জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ সরবরাহ করে (Ahmed 2003, 1)।

ড. মাহমুদ আহমদের মতে, মাইক্রো ফাইন্যান্স বলতে বোঝায় ঐ ঋণ বা আর্থিক সেবা যা দরিদ্রকে বিশেষ শর্তাধীনে সহায়তা প্রদান করে। কেননা এসব দরিদ্র মানুষ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পায় না। ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র বীমা ক্ষুদ্র ঋণের আর্থিক সেবার আওতায় পড়ে। এ সকল সেবা তারাই পাবেন যাদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য আর্থিক সামর্থ্য নেই (Ahmed 2010, 7)।

**ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স :** ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স বলতে ঐ ফাইন্যান্স বা আর্থিক সেবাকে বোঝায়, যা দরিদ্রদেরকে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা অনুসরণ করে দেয়া হয়, যাতে সুদ বা ঘারার বর্জন করা হয় এবং তা আর্থিক সেবার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন ও সকল অনিশ্চয়তাকে বর্জন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে (Islam 2012, 65)।

ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, ইসলামিক ক্ষুদ্রঋণ হল শরী'আহনীতি অনুসরণ করে দরিদ্রদের আর্থিক চাহিদা পূরণ করার একটি হাতিয়ার, যা রিবা বা আর্থিক লেনদেনে সুদ প্রদান এবং প্রাপ্তি নিষিদ্ধ



করে।(Islamic Microfinance is a tool satisfying the financial needs of poor following shariah principles which forbids Riba, or the payment and receipt of interest in financial transaction.) (Mannan 2010 ,72-80)

**মাইক্রো ফাইন্যান্স সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি :** ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স বর্তমান সময়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা শরীয়তসম্মত যে কোনো পন্থায় সম্পদের বিনিয়োগ জায়েয। [Al Abidīn 2003, 44-45; Al Humām 2003, 32-45]. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُم﴾

তোমরা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো (Al-Qur'ān4:29)।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কারণ এতে বিভিন্ন উপকারের দিক রয়েছে। [Qalūbī 1375, 95] ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত অন্য সব বিষয়, বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের মৌলিক বিধান হচ্ছে, যদি কুরআন, সুন্নাহ বা অন্য কোন দলিলের ভিত্তিতে এর অবৈধতা প্রমাণিত না হয়, তবে তা বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ফিকহী কায়িদা অনুযায়ী যে কোন চুক্তির মৌলিক বিধান হলো বৈধতা। [Azman & Rahman 2013, 69-73]এছাড়াও মাসালিহ মুরসালাহ-এর ভিত্তিতে মাইক্রো ফাইন্যান্স বৈধ। কেননা এখানে জনকল্যাণ রয়েছে। আর ইসলামী শরীয়তের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। [Al Jawziya 1968, 14]

এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের দলীল পেশ করা হলো-

**কুরআন থেকে:** মাইক্রো ফাইন্যান্স তথা ক্ষুদ্রঋণের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েমহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন,

﴿وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ﴾

আর যদি সে (ঋণগ্রহীতা) অভাবগ্রস্তহয়, তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত (Al-Qur'ān2:180)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উত্তম জীবন-যাপন ও জীবিকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেজন্য যে কোন পন্থা (শরী'আহ যে সকল বিষয় হারাম করেছে তাব্যতীত) অবলম্বনের বৈধতা দিয়েছেন,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ-قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اَمَنُوْا فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

বলুন! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব সুন্দর বস্তু ও উত্তম জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো কে হারাম করলো? বলুন, সেগুলো তো মুমিনদের জন্যে এই দুনিয়ার জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামত কালে (Al-Qur'ān7:32)।

দুনিয়ায় বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে রিযকের ব্যবস্থা। রিযক্ অনুসন্ধান করতে হয়, ঘরে বসে থাকলে রিযক এমনিতেই আসেনা। সে বৈধতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾

তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই (Al-Qur'ān2:198)।

ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের অন্যতম পদ্ধতি হলো কর্জে হাসানা। যেটি সারা বিশ্বে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স হিসেবে প্রচলিত। ইসলামে কর্জে হাসানা শুধু বৈধতাই দেয়নি বরং আল্লাহ তায়ালা কর্জে হাসানাকে উত্তম ঋণ হিসেবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এর বহু কল্যাণ রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন।

﴿مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾

এমন কে আছে যে, আল্লাহকে কর্জে হাসানা তথা উত্তম কর্জ দিবে? ফলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আর আল্লাহই সংকোচিত করেন ও বৃদ্ধি করেন এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে (Al-Qur'ān2: 245)।

**হাদীস থেকে :** মহানবী ﷺ এবং সাহাবীদের জীবনে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের সবচেয়ে বেশি বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই। মহানবী ﷺ নিজের সমস্ত সম্পত্তি মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছেন। শুধু তিনি নন; সাহাবাদের জীবনেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। এমনকি হিজরতের পরে আনসারগণ নিজেদের ২ জন স্ত্রী থেকে ১ জনকে অন্য মুহাজিরদের জন্য মুক্ত করে দিয়েছেন, নিজের সম্পত্তির অংশীদারকরেছেন। সাহাবীগণ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের প্রতিযোগিতা করতেন। ধনী শ্রেণির সাহাবীগণ নিঃস্ব ও অসহায়দের থেকে তাদের সম্পত্তিও নিতেন না। হাদীসে এসেছে,সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان- قد افلس فهو احق بهمن غيره

যখন কেউ তার মাল এমন লোকের কাছে পায়, যে নিঃসম্বল হয়ে গেছে, তবে অন্যের চেয়ে সে-ই বেশি হকদার (Al-Bukhārī 2013, 2402)।

ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের অন্যতম পদ্ধতি হলো ঋণ দেয়া। ক্ষুদ্র পরিসরে ঋণ দেয়ার মাধ্যমেই দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব। আবার ঋণ দিয়েই সাথে সাথে আদায় করলে তা ফলপ্রসূ হবেনা। তা কাজে লাগানোর নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। সে সম্পর্কে হাদীসে আসছে, সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা.হতে বর্ণিত,

انه ذكر رجلا من بنى إسرائيل ، سأل بعض بني إسرائيل ان يسلفه ، فدفعها اليه الى أجلمسمى-

রাসূল ﷺ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক লোকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সে তার নিজ গোত্রের একজন লোকের নিকট ঋণ চায়। এরপর সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয় (Al-Bukhārī 2013, 2404)।



**প্রচলিত মাইক্রো ফাইন্যান্সে শরী'আহর আলোকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ :** ইসলামের সাধারণ নিয়ম বা মূলনীতি হলো প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজ সমর্থনকরা এবং উৎসাহ প্রদান করা। কুরআনে এসেছে,

﴿تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوَى~ وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾

পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, তবে পাপ ও সীমালঙ্ঘনেরকাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করোনা (Al-Qur'ān 5:2)।

বিশেষ করে মুয়ামালাত ও মুয়াশারাত বিষয়ে শরী'আহর দৃষ্টিভঙ্গি হলো মানব কল্যাণকরও উপকারী বিষয় বৈধ।

মাইক্রো ফাইন্যান্স মানব কল্যাণে কাজ করে। সুতরাং শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটি বৈধ। তবে, কিছু বিষয় ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। যেগুলো সংশোধন করলে প্রচলিত মাইক্রো ফাইন্যান্স শরীয়াতের দৃষ্টিতে বৈধতা পাবে। যেমনঃ

১. সুদ মুক্ত হওয়া। আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে লক্ষ্য করা যায়, তারা ঋণ দেয়ার পরগ্রহীতা থেকে সুদ গ্রহণ করে, যা শরী'আহ অনুযায়ীনিষিদ্ধ। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

﴿ اَلَّذِيِنَ يَاكُلُوْن الرِّبَوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ- ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعِ مِثْلُ الرِّبَوْا-وَاَحَلَّ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْا ﴾

যারা সুদখায় (ক্বিয়ামতের দিন) তারা দাঁড়াতে পারবেনা, তবে দাঁড়াবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে শয়তানের স্পর্শে পাগল প্রায়। এটা এজন্য যে, তারা বলে 'ব্যবসা তো সুদের মতোই'। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন (Al-Qur'ān 2:275)।

২. 'আল ঘারার'বা প্রতারণা মুক্ত হওয়া। প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে প্রতারণার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে দু'ভাবে প্রতারণা হয়। একজন দাতা, অন্যজন গ্রহীতা। দাতা নানারকম ছলছাতুরীর আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা করে। আবার গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করার জন্য প্রতারণা করে। অথচ ইসলামে এ ব্যাপারে নির্দেশ আসছে,সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر

রাসূল ﷺ 'আল ঘারার'বা প্রতারণাযুক্ত ব্যবসাকে নিষেধ করেছেন (Muslim 2011, 1513 )।

৩. জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ না নেয়া। প্রচলিত মাইক্রো ফাইন্যান্সে গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে জোরপূর্বক সম্পদ দখল করে নেয়। এমনকি বসত-বাড়িও অনেক সময় দখল করে নেয়। আল্লাহ এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন,

﴿يَاَيُّهاالَّذِيْنَ اَمَنُوا لاتَاكُلُوْا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ (Al-Qur'ān 4:29)।

৪. শর্তারোপ না করা। প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে নানা রকম শর্তারোপ করে ঋণ প্রদান করে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে যত শর্ত দরকার সবই তারা আরোপ করে, এমনকি গ্রহীতার ক্ষতি হলেও তারা সেসব গুরুত্ব দেয় না। অথচ হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে,রাসুল ﷺ বলেন,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

এক সঙ্গে ঋণ ও বিক্রি হালাল নয় এবং এক বিক্রিতে দুই ধরণের শর্ত করা বৈধ নয় (Al-Tirmidhī 2010, 1234; Abū Dāūd 2006 , 3504)।

৫. 'আল-গাশ্‌শ'বা ভেজাল না করা। রাসুল ﷺ বলেছেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি ভেজাল (প্রতারণা) করে, সে আমার দলভুক্ত নয় (al-Tirmidhī 2010, 1315; Abū Dāūd 3452)।

৬. 'তালাক্বিল জালাব' বা (মধ্যস্বত্বতা/ মধ্যভোগী) না হওয়া। প্রচলিত মাইক্রো ফাইন্যান্সে একদল লোক থাকে যারা মধ্যভোগী। তারা ঋণ নিয়ে দিবে সেখান থেকে টাকা বা কমিশন হাতিয়ে নেয় আবার ঋণ পরিশোধের সময়ও তারা সুবিধা নেয়। তাদেরকে 'তালাক্কিউল জালাব' বলা হয়। হাদীসে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نهى ان يتلقى الجلب

রাসুল ﷺ 'তালাক্কিউল জালাব' তথা বহিরাগতদের সাথে সাক্ষাত নিষিদ্ধ করেছেন। (Al-Tirmidhī 2010, 1221; Abū Dāūd 2006, 3401)

৭. 'আস সামাসিরা' বা দালালী না করা। প্রচলিত মাইক্রো ফাইন্যান্সে 'সামাসির' বা দালাল নামে একদল লোকই আলাদা থাকে। তারা নির্ধারিত % হারে পার্টির সাথে চুক্তি করে। তারা দাতা ও গ্রহীতা দুই পক্ষের সাথেই চুক্তি করে। দাতাকে কাস্টমার দিবে আবার গ্রহীতাকে ঋণ নিয়ে দিবে বলে দালালী করে টাকা নেয়। এদের ব্যাপারে হাদীসে এসছে,কায়স ইবন আবী গারাযা রা.হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحننسمى السماسرة فقال يا معشرالتجار! انالشيطان والأثم يحضران البيع.

রাসুল ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমাদের ব্যবসায়ীদের 'সামাসিরা' (দালাল) নামে অভিহিত করা হত। (কিন্তু তিনি আমাদের নিষেধ করলেন), এবং তিনি বললেন, হে ব্যবসায়ী সমাজ! ব্যবসা ক্ষেত্রে শয়তান ও পাপ এসে সমুপস্থিত হয়। (Al-Tirmidhī 2010, 1208)

৮. বিনিময়হীন উপার্জন- মাইক্রো ফাইন্যান্সে কোনো বিনিময় ছাড়া টাকা দিয়ে টাকা নেয়া হয়। এটি শরী'আতে নিষিদ্ধ। শরীয়াতের নীতিমালা হচ্ছে-( ان يا كله بغير عوض....) বিনিময়হীন উপার্জনহল বাতিল পন্থার উপার্জন (Al Jaṣṣāṣ 1992, 3/127)। প্রচলিত মাইক্রো ফাইন্যান্সে টাকা দিয়ে নির্ধারিতহারে সরাসরি টাকা আদায় করা হয়। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার বিনিময় হয়না এবং শরী'আহ নীতি



বিরোধী হয়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে গ্রাহকদের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। তাদের স্বাবলম্বী করে মুনাফা বণ্টন করে নিলে শরী'আহ সম্মত হবে।

**ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের বিকাশ :** বৈশ্বিক দারিদ্র্য-চক্র চিত্রে বেশির ভাগই মুসলিম সম্প্রদায়গুলো। তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিশর ও নাইজেরিয়ায় ১ বিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। [Obaidullah and Khan, 2008] এসব দেশগুলোতে IMF দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হয়েছে। গত পাঁচ বছরে IMF অভিনব সফলতা দেখিয়েছে। যাঁদের মধ্যে IsDB, AAOIFI, HIFP অন্যতম। Finance Institute (FI) এর বাজার জরিপে দেখা গেছে, শরীয়াহ সম্মত অর্থনীতির বিকল্পে জনগণের আস্থা কম। এবং ৪০% পর্যন্ত Islamic Microfinanceগ্রাহকরা নন-শরীয়াহ Microfinance Institute প্রত্যাখ্যান করেছে। (Karim 2008, pp 7-10)

বিশ্বব্যাপী মাইক্রো ফাইন্যান্সের সামাজিক, শিক্ষা, বিবাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের উপর জরিপে IRW'S এর একজন স্টাফ বিবৃতি দিয়েছে- বসনিয়ার অধিকাংশ ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতারা ধর্ম বিবর্জিত অর্থনীতি চায়না, তাঁরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধর্মকে গুরুত্ব দেয়। (Khan and Phillips, 2010)

অন্যান্য মুসলিম দেশে Islamic Microfinance এখন ক্রম-বর্ধমান অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। সে সকল দেশের Islamic Microfinance কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু আলোচনা জরুরি।

ইন্দোনেশিয়ায় বায়তুল মাল ওয়াত তাফউইল (BMT) সবচেয়ে বৃহত্তম ও প্রাচীনতম IMF প্রতিষ্ঠান। ইন্দোনেশিয়ায় ৫৫০ টি ব্রাঞ্চে ২.২ মিলিয়ন সাধারণক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও ৪০০ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে $ .75 সম্পদ চ্যারিটি (ওয়াকফ, যাকাত ও সাদাকাত) তহবিলের অধীনে সামাজিক ও উৎপাদনশীল IMF অর্থায়নে প্রবাহিত। যা প্রয়োজনীয় মাইক্রো ও এসএমই গ্রহীতাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। PBMT, 2015; Suseno 2020

মালয়েশিয়ার আমানান ইখতিয়ার মালয়েশিয়া (ATM) নামে ১৯৮৭ সালে IMF প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়ার সর্ববৃহৎ IMF প্রতিষ্ঠান এটি। যার গ্রহীতার পরিমান ৩,০০,০০০ এর বেশি পরিবার। এ প্রতিষ্ঠানটি শতভাগ শরীয়ার উপর নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্রঋণ ও বীমা সুবিধা প্রদান করে। (gatesfoundation 2020, 21) বিশ্বে Islamic Microfinance এর সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক পরিসর পাকিস্তানে। আখুওয়াত হচ্ছে পাকিস্তানের IMF বাজারের প্রধান। এর ৩৪৩ টি শাখা রয়েছে। আখুওয়াত সম্পূর্ণ চ্যারিটি অর্থায়নে পরিচালিত। এটি শুধুমাত্র বিভিন্ন পলিসিতে কর্যে হাসানা প্রদান করে। ফ্যামিলি এন্টারপ্রাইজের ৯১% লোন আখুওয়াত পরিচালিত। এখানে ব্যবসায় প্রসারিত ঋণ, লিবারেশন লোন (মহাজনের ঋণ পরিশোধ), শিক্ষা ঋণ, স্বাস্থ্য, মোটর, যানবাহন মেরামত, চিকিৎসা খরচ,

হাউজিং, বিবাহ ইত্যাদি বাবদ ৫,০০০- ৭০,০০০ PKR পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। এবং Wasil Foundation সালাম ও ইজারা পদ্ধতিতে এগ্রিকালচার ফাইন্যান্স প্যাকেজ নামে একটি IMF চালু করেছে।

সৌদি আরব পরিচালিত IDB বিগত ২০ বছর ধরে IsDB অব্যাহত রেখেছে IMF এর অধীনে পণ্য তৈরি, বিনিয়োগ তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ তহবিল প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করছে। বিশ্বের প্রথম বৃহৎ প্রকল্প IBBL এর RDS প্রকল্প, যেখানে IsDB সারাবিশ্বের জন্য IMF এর মডেল হিসেবে ভূমিকা রাখছে। নাইজেরিয়ান ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদের IMF এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সাহায্য করছে। ক্ষুদ্রঋণের উচ্চ ব্যয় হ্রাস ও আর্থিক সমাধানসহ বিভিন্ন প্রোগামগুলোতে অনুদান ও অর্থায়নের মাধ্যমে সহজবোধ্য IMF-এ শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে IDB। (Obaidullah, 2008)

বিশ্বে আল আমানা মাইক্রো ফাইন্যান্স ব্যাংক হলো প্রথম IMF ব্যাংক। যা ২০০৮ সালে ইয়ামেনে প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাংক নিজস্ব শরীয়াহ সম্মত বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থায়ন করে। আল আমানা ইজারা পণ্যের জন্য CGPA এর IMF চ্যালেঞ্জ-২০১০ পুরস্কৃত হয়। (gatesfoundation 2020, 23)

**বিশ্বব্যাপী ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রমের চিত্র :** গত কয়েক দশক ধরে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রায় ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ১৫০০টিরও বেশি ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩২ টি দেশে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স পরিষেবা সরবরাহ করে। এরমধ্যে পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৬৮%, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে ২৮% এবং অন্যান্য ৪% হারে বিস্তৃত। [Islamic Financial Services Industry Report 2020]

বিশ্বে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের সর্বশেষ অবস্থা সারণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো-

| দেশের নাম | MFI প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | টোটাল MFI সংখ্যা | MFI প্রতিষ্ঠানের নাম (যেখানে Islamic Microfinance কার্যক্রম পরিচালিত হয়) |
|---|---|---|---|
| আফগানিস্তান | ৬ | ১৪ | আরিনা ফিন্যানসিয়াল সার্ভিস, ফিনকাজ ভিলেজ ব্যাংকিং, FINCA, WOCCU, IFIC, ইসলামিক রিলিফ |
| আলজেরিয়া | ৯ | ৩১৩ | এজেন্স ন্যাশনাল দে গেশন দু মাইক্রো ক্রেডিট(ADS-ANGEM), মিউচুয়াল ফার্ম ক্রেডিট ব্যাংক (CNMA), ANSEJ, CNAC, SOFINANCE, FINALEP, SRH, SALEM, BAD |
| বাংলাদেশ | ২৬ | ৭০৭ | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর RDS,আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি., ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর FEIMP,এক্সিম ব্যাংক লি., আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি., মুসলিম এইড বাংলাদেশ, আল ফালাহ দারুল খিদমাহ,TMSS, RESCUE, সাওয়াব, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ, বসুন্ধরা গ্রুপ |



| | | | |
|---|---|---|---|
| বাহরাইন | ৩ | ১৩ | CBB পরিচালিত ইসলামিক ফাইন্যান্স ওয়াকফ ফান্ড, ইবাদাহ ব্যাংক, ফ্যামিলি ব্যাংক, HSBC |
| ইন্দোনেশিয়া | ১০৫ | ৬৪০০০ | BPRS, ইসলামিক ফাইন্যানসিয়াল কো-ওপারেটিভস বাইতুল মাল ওয়াত তামউইল (BMT), ব্যাংক উমাম শরী'আহ (BUS), ইউনিট উশাহা শরী'আহ (UUS), নাদিয়াতুল উলামা (NU) |
| ইরাক | ৬ | ১৪ | আল তাকাদুম, আল বাশার, Al-Tadhamun (TDMN), রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল, BFF, TEDC |
| ইয়েমেন | ৩ | ১২ | আল হোদিদাহ, আল আমাল মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক, আল কুরুমি মাইক্রোফাইন্যান্স |
| ইরান | ৭০০০ | ৭০০০ | করদ আল হাসান ফান্ড |
| ইউরোপ(ব্রিটেন) | ১ | ১৫ | মুসলিম এইড ইউ কে |
| পাকিস্তান | ১৫ | ৩১ | আখুওয়াত, ইসলামিক রিলিফ পাকিস্তান, ফরদ ফাউন্ডেশন, মুসলিম এইড, নেয়ামত, ASASAH, CWCD, HHRD, NRSP, NRDP, Al-Huda CIBE, Wasil Foundation |
| ফিলিপাইন | ১ | ১ | আল আমানা |
| ভারত | ১ | ১ | বায়ত উন নাসের |
| মালয়েশিয়া | ৮ | ৯ | AIM ব্যাংক রাকাত, তাবুং হাজী, আমিনা ইফতিকার, আমান ইকতিয়ার মালয়েশিয়া, আর রাহনু শর্টটার্ম ইুজলোন ব্যাংক, PUNB, YUM, TEKUN |
| মিসর | ১ | ১ | মিথ গামাথ |
| মালি প্রজাতন্ত্র | ১ | ১ | আযাওয়াদ ফাইন্যান্স পিএলসি |
| লেবানন | ৪ | ৩ | মুওয়াসসাত বাইত আল মাল, ব্লোম ব্যাংক ফর ডেভলপমেন্ট, আল বিলাত ইসলামিক ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স |
| সিরিয়া | ২ | ২ | সানাদিক প্রজেক্ট, জাবাল আস হোস |
| সুদান | ৭ | ৩৫ | এ্যাগ্রিকালচার ব্যাংক অব সুদান মাইক্রো ফইন্যান্স, IFAD, নর্থ খার্তুম রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, মাইক্রো ইনস্টিটিউট ইন ওমেন ডেভেলপমেন্ট, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব সুদান মাইক্রো ক্রেডিট |

[Compiled by Researchers from (IFSI report 2020, ; www. Micraindo.org; CBB,

**বিশ্বব্যাপী ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের কার্যক্রম, মডেল ও বিনিয়োগ পদ্ধতি :** ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স এখন কোনো নির্দিষ্ট দেশ ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সারা বিশ্বে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে IDB আফ্রিকাসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের IMF প্রকল্পগুলোতে সর্বোচ্চ অর্থায়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও প্রতিটি মুসলিম দেশে নিজস্ব উদ্যোগে IMF প্রকল্প হাতে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অসহায়, বস্তি ও ভাসমান জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি পরিচালিত হয়। চ্যারিটি, যাকাত ও ওয়াকফ ফান্ডের মাধ্যম IMF এর মূল আয়। আর বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে চলতি খাত (যার মধ্যে

রয়েছে মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বাইয়ে সালাম), বন্ড, অনুদান (যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা,স্বাস্থ্য, সাদাকাহ), কর্জে হাসানা ইত্যাদি। নিম্নে IMF কার্যক্রম মডেলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল-

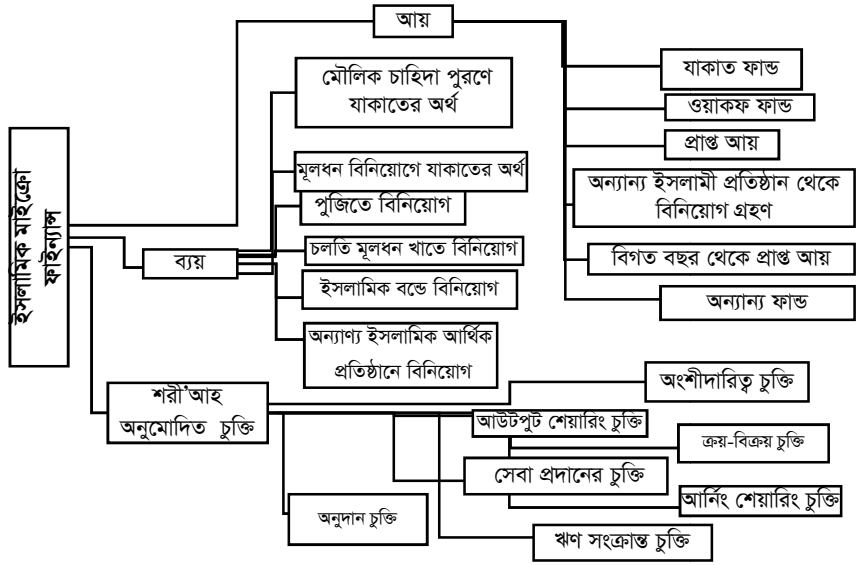


**বাংলাদেশে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের সূচনা ও কার্যক্রম :** বিশ্বের IMF গ্রহীতাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশে। বাংলাদেশে ৬টি ইসলামী ব্যাংক এবং ২০টি ছোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান IMF পরিচালনা করে। Association of Muslim Welfare Agency in Bangladesh (AMWAB) সীমিত পরিসরে বড় তহবিল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং MRA হিসেবে লাইসেন্স নিয়েIMF এর কাজ পরিচালনা করে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তম ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের ৭৮.৮৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। [Dhaoui 2015] বাংলাদেশে IMF এখন SDG-২০৩০ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। IMF এর অধীনে কয়েকটি পদ্ধতি ও কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। এর বেশির ভাগ কার্যক্রম মুরাবাহা ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এছাড়া ওয়াকফ, যাকাত, কর্জে হাসানা ও চ্যারিটি ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অল্প কিছু কার্যক্রম Poverty Entrepreneurship Schemes (PES) ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

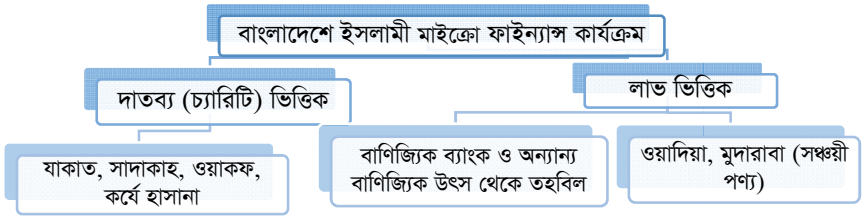


চিত্র: গবেষক কর্তৃক বাংলাদেশে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের কার্যক্রম।



**ওয়াকফ ভিত্তিক IMF কার্যক্রমসমূহ :** ইসলামী আইনগত পরিভাষায় একটি সম্পদকে ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য রক্ষা কবজ হিসাবে ওয়াকফ করা হয় যার উদ্দেশ্য থাকে দাতব্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এবং উপকৃত হওয়া। কাহফ (২০০৩) পাঁচটি ভিন্ন ধরনের ওয়াকফকে সংজ্ঞায়িত করে: (ক) ধর্মীয় ওয়াকফ-ধর্মের প্রসার, (খ) জনহিতৈষী ওয়াকফ-সাধারণ জনগণের কল্যাণ, (গ) পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক ওয়াকফ-কল্যাণ, (ঘ) ওয়াকফ সম্পত্তির শুধুমাত্র-উপযোগী ফলকে ওয়াকফ হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং (ঙ) আর্থিক ওয়াকফ-শুধুমাত্র উৎপন্ন আয়ওয়াকফের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। ওয়াকফ থেকে আয় হতে পারে দাতব্য ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের তহবিলের একটি কার্যকর উৎস।ওয়াকফ কার্যক্রমে একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকে, যা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শরীয়াহ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে ধনী ব্যক্তিরা, সরকারি কিংবা ব্যক্তিগত বা বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে নগদ অর্থ প্রদান, জমি ক্রয়, ভবন বা স্থায়ী সম্পত্তি তৈরী করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে বৃত্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়, সেবা দেয় এবং সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান করে।

**যাকাত ভিত্তিক IMF কার্যক্রমসমূহ :** বাংলাদেশে যাকাত ভিত্তিক IMF কার্যক্রমের মধ্যে Center for Zakat Management (CZM) প্রধান। এছাড়াও মুসলিম এইড বাংলাদেশ রয়েছে। যেখান থেকে কর্জে হাসানা ঋণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ সুবিধা ও আয়বর্ধক ব্যবসা গড়ে তুলে সুবিধা বঞ্চিতদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা হয়।

**মসজিদ ভিত্তিক IMF কার্যক্রমসমূহ :** মসজিদ ভিত্তিক IMF কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী জ্ঞানের বিকাশ সাধনে অর্থায়ন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ হলো এর প্রধান। যেখান থেকে সারা দেশে ১০০০ দারুল আরকাম মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে, ৫ হাজার মসজিদে সরাসরি সহায়তা প্রদান ও বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও ইমাম প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সহায়তা করে।

**চ্যারিটি ভিত্তিক IMF কার্যক্রমসমূহ :** বাংলাদেশে সরাসরি কিছু ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেখানে ব্যক্তি বিশেষ নগদ অর্থ প্রদান, সাদাকাহ, কাপড়, খাবার, পণ্য-শস্য প্রদান কিংবা সরাসরি গৃহ নির্মাণে সহায়তা অথবা পশু পালনে সহায়তা করে।

**জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের ভূমিকা :** গত তিন দশক ধরে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলছে মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম। গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালি আয়, ব্যয় ও দারিদ্র্যের উপর পরিচালিত হচ্ছে এ কার্যক্রম। গবেষণায় দেখা গেছে, মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচিতে অবিচ্ছিন্নভাবে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলো অধিক উপার্জন করতে ও সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে তাদের অনেকেই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস, বিশেষত চরম দারিদ্র্য হ্রাস, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মাইক্রো ফাইন্যান্সের ভূমিকা চিত্রে তুলে ধরা হলো।

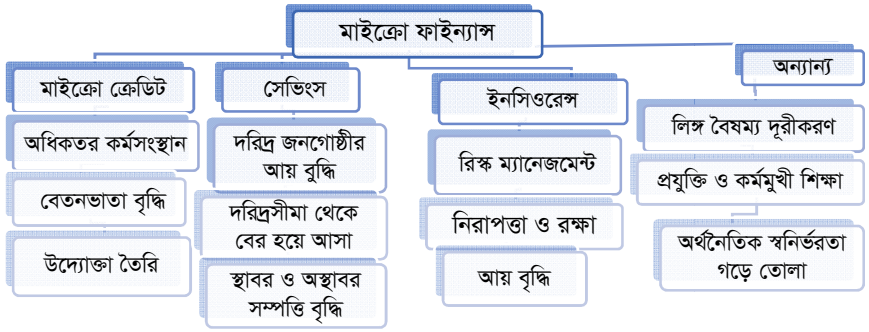


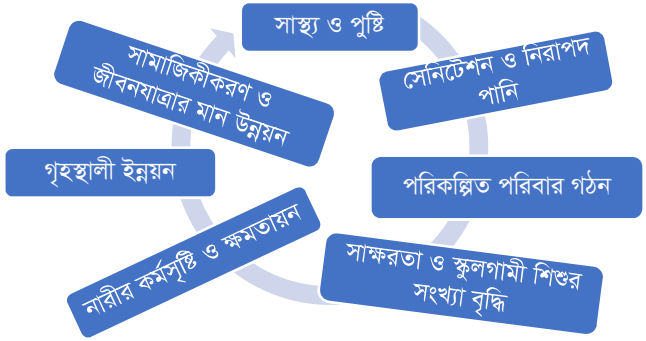


চিত্রঃ মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন দৃশ্য

**বাংলাদেশে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা ও সম্ভাবনা :** গ্রামীণকৃষক, গরীব ও হতদরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যদূরীকরণের ক্ষেত্রে মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রধান ভূমিকা পালন করলেও গবেষণায় দেখা গেছে, নানাবিধ সমস্যার কারণে এর সঠিক ব্যবহার এবং চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো হল-

১. মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিগত অনেক সমস্যা রয়েছে।কারণ বাংলাদেশে এককভাবে ও সুবিন্যস্তভাবে কোন মাইক্রো ফাইন্যান্স আইন প্রণয়নকরা হয়নি। এক্ষেত্রেসরকারি বিভিন্ন আইন থেকেবিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিধি/আইন তৈরি করে। যার ফলে এক এক প্রতিষ্ঠান এক এক নিয়মনীতি অনুসরণ করে। যা গ্রহীতার জন্য প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০১০ সালের Microcredit Regulatory Authority (MRA) বিধির তিনটি দফা আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যতম-

(i) বিধি ৩৪ অনুযায়ী তারল্য সঞ্চিতি হিসেবে MFIs-কে সদস্য সঞ্চয়ের ১৫ শতাংশ রাখতে হবে।

(ii) বিধি ২০ অনুযায়ী সঞ্চিতি তহবিলের ১০ শতাংশ MFIs-কে জমা হিসেবে রাখতে হবে।



(iii) বিধি ২৪(৩) অনুযায়ী Microcredit Organization ঋণ জেরের ৫০ শতাংশ অতিক্রম করতে পারবে না। (Policy Brief ME, June 2017, 5)

গ্রাহকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এসবএকাধিক আইন ও কঠোর আইনসমূহ না বুঝার ফলে যথাযথ উপকৃত হতে পারেনা। বরং এখানের নিয়মনীতিসমূহ সহজ ও একই নিয়ম করা দরকার। কারণ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা অধিকাংশই কম শিক্ষিত। সকল প্রতিষ্ঠান সহজ ও একই আইন করলে এর যথাযথ সফলতা আসবে বলে মনে করি।

২. ঋণ আদায়ের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। ঋণ দেয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই আদায় করা শুরু করে, ফলে গ্রাহক কোন উপকার পায় না। এক্ষেত্রে গ্রাহকদের ঋণ দিয়ে সময় দিতে হবে, যাতে তারা বিনিয়োগ করে লাভবান হয়ে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ পায়।

৩. মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু ঋণ দেয় কিন্তু ঋণের অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা করে না। গ্রামের মানুষ অশিক্ষিত, ঋণের অর্থ সঠিক ব্যবহারের কোন জ্ঞান তাদের নেই। ফলে উপকৃত হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প ঋণ দেয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষক নিয়োগ দিয়ে গ্রহীতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে ঋণ কার্যক্রম অর্থবহ হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানগুলো খুব সীমিতকারে ঋণ প্রদান করে। যা দিয়ে বাস্তবে কোন ব্যবসা কিংবা কোন বিনিয়োগ ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হয় না। ফলে এ স্বল্প পরিমাণ অর্থে তাদের কোন উপকার হয় না।এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ না দিয়ে চাহিদা মাফিক ছোট কোন ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ ঋণ দিলে খুব দ্রুত নিম্ন আয়ের মানুষরা স্বাবলম্বী হতে পারবে।

৫. প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকহারে মুনাফা নিয়ে ঋণ দেয়।যদিও ইসলামী ব্যাংকগুলো মাইক্রো ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে মুনাফার হার নিম্ন রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু নিম্নবিত্ত এ গ্রহীতাদের জন্য সেটা পর্যাপ্ত নয়।ফলে অসহায়, দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকরা তাদের লাভের সব টাকা ঋণ পরিশোধে ব্যয় করে।সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের এক গবেষণায় এসেছে, সবচেয়ে নির্ভুল বিশ্লেষণ অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতারা দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের গড় ভূমিকা শূন্য। এর মূল কারণ-(১) ঋণ গ্রহীতারা নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন। সুতরাং এই ঋণ তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যবহার করে, ফলে আদায় করতে গিয়ে তারা আরো দারিদ্র্য হয়। (২) এসবক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাউদ্যোক্তাদের পুজি কম থাকায় তারা ছোট ছোটপণ্য বাজারে নিয়ে আসে। যা ইতোমধ্যেই বাজারে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, ফলে তাদের প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা সম্ভব নয়। (Rudman, 2021) বাস্তবে তারা এর কোন সুফল ভোগ করতে পারে না। এটি সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা। এখানে ব্যবসায়িক চিন্তা বাদ দিয়ে প্রান্তিকমানুষের দিকে তাকিয়ে মুনাফা ভিত্তিক ঋণ দিতে হবে এবং লভ্যাংশ থেকে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে পরিশোধের পরেও মূলধন তাদের থাকে।

৬. গ্রহীতা অধিকাংশ নিম্ন আয়ের, গরীব শ্রমিক ও কৃষক। তারা বিভিন্ন মৌসুমে লাভবান হওয়ার জন্য ঋণের আবেদন করে। এক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে গ্রহীতা মৌসুমী ব্যবসা করতে পারেনা। এক্ষেত্রে যাতে গ্রাহকরা দ্রুত ঋণ পেতে পারে তার সু-ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে মৌসুমী ব্যবসায়ীদের বিশেষ সার্ভিস দিতে হবে।

৭. বাংলাদেশে বেকার যুবকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। কিন্তু মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো বেকার যুবকদের ঋণ প্রদান করে না। ফলে দেশের বৃহৎ একটি অংশ এ প্রতিষ্ঠান থেকে উপকার পায় না। এক্ষেত্রে সকল Islamic Microfinance প্রতিষ্ঠানগুলো বেকার যুবকদের ঋণ দিয়ে নতুন নতুন কুটির শিল্প গড়ে তুললে সমাজে দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাবে।

৮. মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো দিন দিন কঠোর নিয়ম-নীতি তৈরি করছে।গবেষণায় দেখা গেছে, Microfinance গ্রহীতারা মনে করেন, ২০১০ সালের MRA বিধি ২৭(২) ও ২৮(ই) তহবিল সংগ্রহে অন্যতম বাধা। যেমন-

(i) বিধি ২৭(২) অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আমানত জের তার অনাদায়ী ঋণের ৮০% এর অধিক হতে পারবে না।

(ii) বিধি ২৮(ই) অনুযায়ী সর্বমোট ঐচ্ছিক সঞ্চয় ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট পুঁজির ২৫% এর বেশি হতে পারবে না।

(iii) বিধি ২৯(ই) অনুযায়ী সর্বমোট মেয়াদী সঞ্চয় ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট পুঁজির ২৫% এর বেশি হতে পারবে না। (Policy Brief ME, June 2017, 5)

গ্রামীণ কৃষক ও নিম্ন আয়ের মানুষ এ কঠোর নিয়ম পালন করে ঋণ নিতে পারে না। ফলে তারা উপকৃতও হয় না। নিম্ন আয়ের মানুষদের দারিদ্র্যনির্মূলের জন্য সবচেয়ে সহজ নিয়ম করতে হবে।তাদের জন্য তাদের চাহিদা মত ক্ষদ্রঋণ বা মেয়াদী ঋণ প্রদান করতে হবে।

৯. ঋণ নিতে জামানত আইন রয়েছে। গ্রামীণ অসহায়, ভূমিহীন ও গরীব মানুষেরা জামানত দিতে পারে না। ফলে তারা এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হতে পারে না। ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত এসব জামানাত আইন রহিত না করলে কিংবা সংশোধন করে গ্রহীতাদের উপযোগী আইন না করলেগরীবমানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই জামানতের বিপরীতে নিরাপত্তার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্ব ও ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলে দ্রুত দারিদ্র নির্মূল হবে। [Rahman, Islam, Bhuiyan & Khan 2018, 209-215; Islam 2012, 30]

১০. বাংলাদেশে ১৯৮৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মাইক্রো ফাইন্যান্স সংক্রান্ত অনেকগুলো আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি থাকলেও এর কোন আইন প্রণয়ন করেনি। যার ফলে আশানুরূপ ফল হচ্ছেনা। তাই Islamic Microfinance এর যথাযথ সফলতা পেতে হলে অতিসত্বর এর আইন প্রণয়ন জরুরী।



**সুপারিশমালা**

কিছু সুপারিশমালা নিম্নে দেয়া হল-

১। সকল মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন।

২। কঠোর নিয়মনীতি পরিবর্তন করে গ্রাহক বান্ধব নিয়ম তৈরি ও বাস্তবায়ন।

৩। ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ে গ্রাহকদের জন্য সহজ পদ্ধতি গ্রহণ।

৪। শুধু ঋণ নয়; ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান।

৫। গ্রামীণ গরীব ও কৃষকদের প্রয়োজন মাফিক প্রকৃত মৌসুমে অতিদ্রুত ঋণের সেবা প্রদান।

৬। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বেকার যুবকদের ঋণ প্রদান করে উদ্যোক্তা তৈরিকরণ।

৭। নারীদের ঋণ প্রদানসহ প্রশিক্ষণ এবং সঠিক বাস্তবায়নে পরিচালনা করণ।

**উপসংহার**

গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে মাইক্রো ফাইন্যান্স। গ্রামীণ অসহায় গরীব, কৃষক ও ভূমিহীন মানুষের দারিদ্র্যদূরীকরণে বিশেষ করে চরম দরিদ্রসীমা থেকে বের করে মানুষের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে মাইক্রো ফাইন্যান্স এখন সবার শীর্ষে। তবে প্রচলিত মাইক্রো ফাইন্যান্সের যে সকল সমস্যা রয়েছে তা দূরীকরণে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের বিকল্প নেই। ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের কর্মসূচি ও বিনিয়োগ পদ্ধতি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলেই বাংলাদেশের দারিদ্র্যদূরীভূত, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

**Bibliography**


Al-Qur'Ān Al-Karīm.

Abū Dā'Ūd , Sulaimān Ibn Al Ash'Ath Al-Sijistānī (2006) *Sunan Abī Dāūd*, Bengali, Islamic Foundation, Dhaka, Vol. 4, Part 338, Hadith No. 3401 P. 390

Ahmad, Dr. Saleh Uddin (2003), *Micro Credit And Poverty : New Realities And Issues,* Journal Of Bangladesh Studies, V-5, No-1, P. 1

Al Humām, Kamāl Al Dīn Muḥammad Ibn 'Abd Al Wāḥid (2003), *Fatḥ Al Qadīr* Bairūt: Dār-Al-Fikr, Vol.8, Pp.32-45

Al Jaṣṣāṣ , Abū Bakr Aḥmad Ibn 'Alī, 1992 . *Aḥkām Al Qur'Ān* . Bairūt : Dār Al 'Iḥya Al Turāth Al 'Arabi .

Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'īl(2013), *Sahihul Bukhari*, Bengali, Tawheed Publications, Dhaka, Vol. 2, Part 43/14, Hadith No. 2402 & 2404, Pp. 518-520

Al-Jawziyya , Muḥammad ibn Abū Bakr Ibn Al Qayyim, 1968 . *Ilām al Mu'aqqiīn ʿan Rabb al ʿĀlamīn*. Cairo: Maktaba al Qulliyya al Azhariyya, Vol. 3, p. 14

Al-Tirmidhī , Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā ,2010 . *Sahih At Tirmizi,* Bengali, Hossain Al Madani Prokasahni, Dhaka, Vol. 2, Part 12/4, Hadith No. 1208 pp. 482-483

Azman Ismail & Rahman M. Habibur,(2013) *Islamic Legal Maxims, Essentials and Applications*, Kuala Lumpur : ISFIM, pp. 69-73

Dhaoui, Elwardi (20 March 2015), *The role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Bangladesh Experience*, Munich Personal RePEc Archive (MPRA) https://mpra.ub.uni-muenchen.de/63665/

*Diagnostics of Micro-enterprise Lending by MFIs in Bangladesh: Opportunities and Challenges*( Februry 2017), Bussiness Finance for the Poor in Bangladesh, Policy Brief, p. 5http://inm.org.bd/

Ibn ʿAbidīn, Muḥammad Amīn ibn ʿUmar ibn ʿAbd al Azīz ,2003 . *Rad al Muḥtār,* Bairūt, Dār Ālam al Kutub, Vol. 5, p. 120

Islam, Muhammad Nurul (July 2012), *Micro finance & Islam,* Zom Zom Publications, Dhaka, pp. 9-75

*ISLAMIC (MICRO)FINANCE: CULTURE, CONTEXT, PROMISE, CHALLENGES*, pp. 15-19 https://docs.gatesfoundation.org/

*Islamic Financial Service Industry Stability Report 2020 ,*2020 . Kuala Lumpur, pp. 78-90 www.ifsb.org

Joanna, Ledgerwood (1999), *Microfinance Handbook : An Institutional and Financial Perspective,* World Bank Press, p. 1

Karim, Tarazia, (August 2008), Islamic Microfinance: an emerging market niche, CGAP Publications, Focus Note 49. Washington, D.C, pp. 7-10

Khan, Ajaz Ahmed and Phillips, Isabel , 2010. *The influence of faith on Islamic microfinance programmes,*Islamic Relief Worldwide, Birmingham, pp. 4-5

Khan, Aroosa, and Prof. Dr. Muhammad Shaukat Malik ,2020 . *Micro-Financing: A Comparative Study of Bangladesh & Pakistan,* Business and Economic Research, Vol. 10, No. 3, pp. 184-190

Mannan, Muhammad Abdul ( July 2010), *Islami Bankbabostha,* Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh, Dhaka, pp. 72-80

Muslim, Abū Al-ḥusain Muslim Ibn Al-ḥajjāj Al-Qushairī Al Naysābūrī (July 2011), *Sahihul Muslim,* Bengali, Ahle Hadith Library, Dhaka, Vol. 4, Part 22/2, Hadith No. 4/1513 p. 27

Obaidullah, Mohammed (2008) *Introduction to Islamic Microfinance*, The Islamic Business And Finance Network, New Delhi, pp-13-19



Qalūbī ,Shihāb Al Dīn ʿAbū Al ʿAbbās Aḥmad Ibn Salama (1375), *Kitābul Qalūbī*, Bairūt: Dār-al-Fikr, Vol. 4, p.95

Rahman, Dr. Md. Ferdausur, ( December 2017), *Problems and Prospects of Micro Financing in Bangladesh: A Comparative Study Between Islami Bank Bangladesh Ltd. And Grameen Bank,* Journal of Science and Technology, Vol. 5, No. 1, pp. 37-42

Rahman, Md. Ferdausur, Islam, Md. Rabiul, Bhuiyan, & Khan, A M Mokarrom Hossain,2015. *Problems in Micro Financing Of Bangladesh: A Study on GrameenBank,*International Journal of Business and Technopreneurship, Vol. 5(2), pp.209-216

Rudman, Annika (2021), *The African Charter: Just one treaty among many? The development of the material jurisdiction and interpretive mandate of the African Court on Human and Peoples' Rights*, African Human Rights Law Journal, Vol. 21, pp. 703-708

Suseno, Priyonggo ( January 2020), *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): A Faith and Community-based Microfinance,* National Committee of Islamic Economy and Finance (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), pp. 3-4